ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোনার টুকরা ছেলেরা

বাংলাদেশের টেলিভিশান চ্যানেলগুলো ২২ শে আগষ্টের অনুষ্ঠানসূচীতে খুব সহজেই ঘোষণা করতে পারত যে, দুপুর ১২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট এবং পুলিশের মধ্যকার সংঘর্ষটি সরাসরি সম্প্রচার করা হবে নীলক্ষেতের মোড় থেকে। এমনকি টেলিভিশান চ্যানেলগুলো বিভিন্ন এংগেল থেকে অত্যন্ত সুনিপুনভাবে সংঘর্ষটি সম্প্রচার করেছেও, ঠিক যেমটি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টরা সুনিপুনভাবে আইন শৃংখলা বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন এংগেল থেকে নাস্তানাবুদ করে যাচ্ছিল। ঘটনার সূত্রপাত খুবই তুচ্ছ একটা ব্যাপার থেকে। তুচ্ছ বললে ভদ্রলোকেরা আবার রাগ করেন। অতএব, ঘটনার সূত্রপাত খুবই উচ্চ একটা ব্যাপার থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এরকম ঘটনা প্রতিদিন পঞ্চাশটি ঘটলেও এটি একটু ভিন্ন মাত্রার এবং ভিন্ন উচ্চতার। কারণ ঘটনার জন্মদাতা একজন জুনিয়র সেনা কর্মকর্তা।

সেনাবাহিনীর গুণগান গেয়ে টেলিভিশান চ্যানেলগুলো গলা ফাটিয়ে ফেললেও সেটা যে কোন কাজে আসেনি তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। একজন জুনিয়র সেনা কর্মকর্তার এহেন আচরণ যে আমাদের সোনার টুকরা ঢাবির ছেলেরা মেনে নেবেনা সেটাতো জানা কথাই। একেবারে সঠিক সময়ে তাদের পৌরুষ জেগে উঠেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে থাকার সময় দেখতাম রাত ১১টা-১২টার সময় বঙ্গবাজারের মোড়ে গাড়ী ভাঙ্গার জন্য হাঁক-ডাক শুরু হত। বেচারী গাড়ীগুলোর অপরাধ ছিল তারা রাতবিরোতে এত শব্দ করে চলবে কেন, তাদের ন্যূনতম সেন্স থাকা চাই। তখনও দেখতাম কী সুন্দর করে সোনার টুকরা ছেলেদের পৌরুষ জেগে উঠত। তারা হই হই করে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। গাড়ীগুলোর গ্লাস ভাঙ্গার রিনি-ঝিনি শব্দে সেখান থেকে কয়েকজন আবার কবি হয়ে উঠত। আর এত কষ্ট করে যে তারা এসে গাড়ী ভাঙ্গল তাদের সে পারিশ্রমিক দেবে কে? খুবই যুক্তিসঙ্গত কারণেই সেটা দেবে গাড়ীর ড্রাইভার। সেটা দিয়ে চানখারপুলে মাংস-পরটা হবে। অনেক কষ্টে আমি আমার জেগে উঠা পৌরুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতাম। কোনভাবেই আর সোনার টুকরা হয়ে উঠতে পারিনি।

বিশ্বাস না হয়ে থাকলে এবার আরেকটা উদাহরণ দিব যেটা আপনি নিজেই পরখ করে দেখতে পারবেন। দোয়েল চত্বরের একপাশ থেকে হেঁটে শহিদুল্লাহ হল, একুশে হল আর ফজলুল হক হল হয়ে আবার দোয়েল চত্বরে আসবেন। দেখবেন কমপক্ষে বিশজন ড্রাগ এডিক্টেড অত্যন্ত কুৎসিতভাবে সবার চোখের সামনেই ড্রাগ নিচ্ছে। সোনার টুকরা ঢাবির ছেলেরা ফিরেও তাকায় না। কারণ তাদেরতো কোন সামাজিক দায়িত্ব, কর্তব্য নেই। এ সব সরকারের দায়িত্ব। তারা শুধু সময়ে সময়ে অরাজকতা সৃষ্টি করে সরকারকে শাসিয়ে দেবে। যে শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে কথা বলতে বলতে অনেকে হাঁপিয়ে উঠছে সে শিশু শ্রমের চমৎকার রুপটি দেখা যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিগুলোতে। পাঁচ বছরের শিশু নির্বিচারে হুকুম তামিল করে যাচ্ছে আমাদের সোনার টুকরা ঢাবির স্টুডেন্টদের। এই শিশুগুলোর যে একটু শিক্ষার আলো পাওয়া দরকার, সেকথা তারা বুঝেন। তারা যে অত্যন্ত মেধাবী স্টুডেন্ট। কিন্তু সেটা নিয়েতো চিন্তা করবে সরকার। সরকার যদি চিন্তা না করে খালি খালি তারা কেন চিন্তা করতে যাবে? তারাতো আর অতটা অবুঝ নয়।

এবার সিবিএ নেতাদের কথা একটু বলি। ক্ষেত্র বিশেষে, ট্রেড ইউনিয়নই শিক্ষক সমিতি নাম ধারণ করে। আপনি যদি সিবিএ নেতা হতে চান তাহলে যেকোন একটা পলিটিক্যাল ইস্যুতে আপনাকে পুলিশের বেতের সামনে গিয়ে শুয়ে যেতে হবে। তারপর আর পায় কে আপনাকে। দেশের রিক্সাওয়ালারে আপনার ব্যাথায় কাতরাতে থাকবে। তারাও বলে আমার সন্মান যাবে সেটা বড় কথা নয়, তাই বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের সাথে দুর্ব্যবহার। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এখনও পীরভক্তি উপভোগ করে থাকেন। বাংলার মানুষ এখনও জানেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সেই কবেই তাদের নিজেদেরকে নিলামে তুলে বিক্রি করে ফেলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে আপনি দুইটা জিনিস খুব সহজে অনুমান করে নিতে পারবেন। প্রথমটা হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কতজন স্টুডেন্ট বিভিন্ন সময়ে বাসের নীচে চাপা পড়ে মরেছে। আপনাকে কোন পরিসংখ্যান রাখতে হবেনা। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরে ঘুরে স্পীড ব্রেকারগুলো গুনে ফেলবেন। কোন একজন স্টুডেন্টের মৃত্যু হলেই প্রায় অবধারিতভাবে সেখানে আপনার জন্য অপেক্ষা করবে একটি স্পীড ব্রেকার। সোনার টুকরাদের ক্ষোভের স্পীড এ ব্রেক দেয়ার কৌশল হিসেবে হীরার টুকরা ভিসি'রা একটি করে স্পীড ব্রেকার তৈরী করে থাকেন। আর দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা আঁচ করতে পারবেন তা হচ্ছে, পরবর্তীতে কে হচ্ছেন তথাকথিত ট্রেড ইউনিয়নখ্যাত শিক্ষক সমিতির মহাদায়িত্ববান নেতা, যার বা যাদের শুধু একাত্ম হওয়ার মত অশ্লীল ঘোষণায় কেঁপে উঠতে পারে দেশ, কেঁপে উঠতে পারে সরকার । আপনাকে শুধু কষ্ট করে খেয়াল রাখতে হবে কে বা কারা অর্থহীন ভাবে নিজেদেরকে সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সিবিএ নেতাদের ইতিহাস খুঁজে দেখলে, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, কোন না কোন ইস্যুতে তাদের কে রাস্তায় পড়ে পুলিশের বেতের বাড়ি খেতে দেখবেন।

সেনাবাহিনী ছাত্রদের দাবী অনুযায়ী তাদের ক্যাম্প ঘোষিত সময়ের অনেক আগেই ঢাবি ক্যাম্পাস থেকে সরিয়ে ফেলে। কিন্ত সোনার টুকরাদের একটু লাই দিলেই যে মাথায় উঠে সেটাতো নতুন কিছু নয়। অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং হাস্যকরভাবেই তারা সেনাবাহিনীর প্রধানের পদত্যাগ দাবী করে এবং প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বলে। আর কথায় কথায় ক্ষমা চাইতে বলাতো এই পৃথিবীর কোণে বেড়ে উঠা দরিদ্র্য এক রুগ্ন জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমতো অনেক অগেই বলে গিয়েছেন, অবৈধ সঙ্গম আর অপরের মুখ ম্লান করা ছাড়া তাদের যেন সুখ নেই। অন্য কেউ মাথা নীচু করে ক্ষমা চাইলেই তাদের যত সুখ। ডঃ ইউনূস নোবেল প্রাইজ না পেয়ে যদি মাথা নীচু করে পল্টন ময়দানে ক্ষমা চাইতেন, তাহলে তারা আরও বেশী খুশি হতেন। তার সাথে যুক্ত হয় সিবিএ নেতাদের উস্কানি। এমন পরিস্থিতিতে একটি অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক, অদক্ষ, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কারফিউ ছাড়া কী করে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে। বি,এন,পি বা আওয়ামীলীগ আমাদেরকে যে অবস্থায় নিয়ে গেছে তার থেকে খারাপ অবস্থা আর কীই বা হতে পারে? অর্ধশিক্ষিত হিসেবে পরিচিত হওয়া জলপাই বাহিনী যা করে, যুগে যুগে কালে কালে সেটাই তাদের রূপ। জনগণেরও এমন ব্যবহার করা উচিৎ নয় যাতে করে সরকার তাদেরকে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য, যে সমস্ত বীরপুরুষদের পুলিশ হাজার হাজার টিয়ার সেল দিয়েও রাস্তা ছাড়াতে পারছিলনা, কারফিউ দেবার সাথে সাথে বীরপুরুষরা সব লেজগুটিয়ে গর্তে আশ্রয় নেন। চিরকাল সেনাবাহিনীর একই রূপ বীরপুরুষদেরও একই রূপ।

এবার সাংবাদিক ভাইদের নিয়ে একটু বলি। মনে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সোনার ছেলেরা একবার বি,আর,টি,সি'র একতা গাড়ীতে আগুন দিতে চাইলে কোনভাবেই আগুন জ্বালাতে পারছিলোনা। তাদের জন্য অবতার হয়ে এলো মহামান্য সাংবাদিক। তিনি সুন্দরভাবে দেখিয়ে দিলেন কী করে ডিজেল ট্যাঙ্ক থেকে তেল নিয়ে আগুন ধরাতে হয়। ঠিক কই এর তেল দিয়ে কই ভাজার মত।

তারপর মহামান্য সাংবাদিক নিজের পত্রিকার জন্য এক্সক্লুসিভ ছবি তুললেন। পরবর্তীদিন সবগুলো পত্রিকা থেকে বের করে দেখা গেল ছবিটি মহামান্য উপদেষ্টার সাবেক পত্রিকাটিতেই ছাপা হয়েছে। দেশের সর্বাধিক প্রচারিত - এরকম কথাবার্তার দাবীদার একটি পত্রিকার মিথ্যা প্রচারণা নিয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত লিখব। শুধু এটুকু বলি, সিলেটের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক,জনপ্রিয় লেখক,কলামিষ্ট তার একটি লেখাও তারা ফিরিয়ে দিয়েছিল সরকার বাহাদুর নারাজ হতে পারেন এই অজুহাতে। অবশ্য আমি এটা পরোক্ষভাবে জানতে পেরেছি। সর্বাধিক প্রচারিত হলে সর্বাধিক সতর্কও হতে হয়। বর্তমানে সাংবাদিকরা নয়ামাস্তান নামেই বেশী পরিচিত। তাই তাদের গায়ে বাতাসের আঘাতও লাগবেনা এমন কোন রীতি থাকতে পারেনা।

সর্বোপরি, প্রাণতো প্রাণই। সেটার আবার অতি মূল্যবান, মোটামুটি মূল্যবান হয় নাকি? সকল প্রাণই, সকল জীবনই কী মূল্যবান নয়? যে রিক্সাচালক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে মারা গেল তার জীবনের মুল্য কী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এর থেকে অনেক কম? কতটুকু কম? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রিমান্ডে নেয়ার ব্যাপারে আমরা অনেক আক্ষেপ করেছি কিন্তু এই রিকশাচালক কি আমাদের থেকে সামান্য আক্ষেপ, সামান্য শোক পাওয়ার যোগ্যতা রাখেনা?

পরশপাথর
২৮.০৮.০৭
poroshpathor81@yahoo.com